কায়স্থ-নৃপ।

অর্থাৎ

যবনাধিকারের পূর্ব্বে যে সমস্ত কায়স্থ বংশোদ্ভব
নৃপতিগণ রাজত্ব করেন এবং যাঁহারা ইদা-
নীন্তন রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গারূঢ়
হইয়াছেন—তৎসমুদয়ের নাম ও
সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

[বন্ধুবর্গের বিতরণার্থে মুদ্রিত।]

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সম্বৎ ১৯২৯।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সহায়।

ভূমিকা।

গত বিংশতিদিবসীয় চৈত্র মাসের সর্ব্বত্র পরিচিত ও মান্য "সোমপ্রকাশ" হইতে নিম্ন-লিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইল।—

জনশ্রুতি কহে "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা", সেই বিখ্যাতনামা ভারত-সম্রাট আকবরের গ্রন্থলেখক প্রসিদ্ধ আবুল ফজেল কৃত "আইনআক্‌বরী" গ্রন্থ ফ্রান্সিস গ্লাড উইন্ সাহেব কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হয়। সেই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বঙ্গদেশের পূর্ব্বতন-হিন্দুনৃপতিগণের নাম এবং তাঁহারা কতকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা বর্ণিত আছে। সম্প্রতি রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের গ্রন্থাগারে ইহা প্রাপ্ত হওয়াতে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া সেই পুস্তক হইতে নিম্ন-লিখিত তালিকা সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থ "সোমপ্রকাশ" পত্রে প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে তাহাই গ্রন্থাকারে সর্ব্বসমক্ষে মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত এবং তৎসঙ্গে কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করিলাম।

মজুমদার শ্রীগুরুচরণ বর্ম্ম দেবস্য।

কায়স্থ-নৃপ।

কায়স্থজাতীয় ভোজ-গৌরীয় বংশজাত নয় জন নৃপতি পঞ্চশতদশবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন; যথা।—

নাম।	যত বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।
ভোজ-গৌর	৭৫
লাল সেন	৭০
রাজা মাধব	৫৭
সামন্ত ভোজ	৪৮
জীনৎ	৬০
পৃথু	৫২
গবার	৪৫
লক্ষ্মণ	৫০
নন্দ-ভোজ	৪৩
	৫১০

উক্ত মহাত্মগণ কায়স্থকুলোদ্ভব হইয়া এরূপ সাম্রাজ্য করিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগের দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-মহাশয়েরা অবগত ছিলেন না। পূর্ব্বতন স্বজাতীয় আদি বংশের পরিচয় পাইলে এত নম্রভাব—'দাস' 'দাস' বলিয়া পরিচিত ও কর্ম্মকাণ্ড করিতে প্রবর্ত্ত হইতেন না। ইহা অনুমান হইতেছে, প্রায় দুই শত বৎসরাবধি চলিত হইয়া আসিয়াছে, উত্তররাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্রই ইহারা 'দাস' শব্দ প্রায় ব্যবহার করেন না, বঙ্গজ মহাশয়দিগের কথা কি বলিব, বিদ্যাসুন্দরে প্রতাপাদিত্যের বিবরণে যেরূপ আছে, তাহাতে কদাচ বোধ হয় না, যে তাঁহারা 'দাস' শব্দ ব্যবহার করিতেন।

কায়স্থজাতীয় আদিত্যসুর-বংশীয় একাদশ নৃপতি সপ্তশত চতুর্দ্দশ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন ; যথা :—

নাম ।	যত বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন ।
আদিত্য-শূর*	৭৫
যামিনী-ভান	৭৩
অনিরুদ্ধ	৭৮
প্রতাপরুদ্র	৬৫
ভূদত্ত	৬৯
রঘুদেব	৬২
গিরিধব	৮০
পৃথ্বীধর	৬৮
সৃষ্টিধর	৫৮
প্রভাকর...	৬৩
জয়ধর	২৩
	৭১৪

* বঙ্গভাষায় ইহার অপভ্রংশে "আদিশূর" সকলে বলিয়া থাকেন, যাঁহার যজ্ঞে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আহুত হইয়াছিলেন—মধ্যে কায়স্থ মহাশয়দিগের এত দুরবস্থা গিয়াছে যে, শাস্ত্রের ব্যাকরণ পাঠ করিতে ও দেবপদবী পরিচয় দিতে ক্ষমতাবান ছিলেন না। ভাগ্যবশতঃ অদ্বিতীয় কায়স্থ-কুলোজ্জ্বল দেববংশে স্বর্গবাসী রাজা নবকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জনৈকপৌত্র সাক্ষাৎ সরস্বতীর বরপুত্র হইয়া শব্দ কল্পদ্রুম প্রকাশ করিয়া দেবপদবী প্রচার করেন। কিন্তু ইহা তাঁহার নূতন প্রকাশ নহে, যৎকালিন একজন কায়স্থ-বংশে পঞ্চমবেদ অর্থাৎ মহাভারত বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যে প্রকাশ করেন, সে প্রায় ২০০ বৎসর হইল তাহার পরিচয় সেই গ্রন্থে প্রকাশ আছে, শান্তিপর্ব্বে যথা—

"চন্দ্রচূড় পদদ্বয় করিয়া ভাবনা।
কাশিরাম দেব করে পয়ার রচনা॥"

কায়স্থজাতীয় পালবংশীয় দশজন নৃপতি ছয়শত অষ্টনবতি বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন ; যথা :—

নাম।			যত বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।
ভূপাল	..	...	৫৫
ধীরপাল	..	...	৯৫
দেবপাল	..	...	৮৩
ভূপতিপাল	..	...	৭০
ধনপতিপাল	...	..	৪৫
বিম্বপাল	...	.	৭৫
জয়পাল	...	..	৯৮
রাজপাল*	...	...	৯৮
ভোগপাল †	...	...	৫
জগপাল	...	...	৭৪
			৬৯৮

* ইহাঁর ভ্রাতা ভোগপাল। † ইহাঁব পুত্র জগপাল।

অতএব কি দুঃখের বিষয়, অবস্থাভেদে কত উৎকৃষ্ট হইয়া এত অপকৃষ্ট ঘটনা হইয়াছে। আমাবদিগের কায়স্থ বাবুদেব এমত সংস্কার আছে যে আমবা কস্মিনকালেও রাজা ছিলাম না, তাহার এক প্রমাণ পাইতেছি। বালকেরদিগের উপদেশস্থলে কায়স্থের লক্ষণ কোন আধুনিক সুবুদ্ধি রচনা কবিয়াছেন, যথা—

১ বিদ্যাবন্ত, ২ শুচি, ৩ ধীর, ৪ দাতাচ, ৫ পবোপকার, ৬ রাজসেবা, ৭ ক্ষমাশীল।
ইতি কায়স্থ সপ্ত লক্ষণং।

এই সপ্ত লক্ষণের মধ্যে ছয়টি ক্ষত্রিয়ান্তর্গত, রাজসেবা-অর্থ "কায়স্থঃ ক্ষরজীবিকা" কিন্তু রচনাকর্ত্তা যদি জানিতেন যে, অস্মদাদি এক সময়ে রাজবংশ ছিলেন, তাহা হইলে সেবা শব্দটী লিখিতেন না। এই কায়স্থ মহাশয়েরা প্রায় ২০০ বৎসর মধ্যে

কায়স্থজাতীয় সেনবংশীয় সপ্ত নৃপতি একশত ছয় বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন ; যথা :—.

নাম।			যত বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।
শুকসেন*	...	...	৩
বল্লালসেন	..	..	৫০
লক্ষ্মণসেন	...	..	৭
মাধবসেন	...	...	১০
কেশবসেন	..	...	১৫
সদাসেন	.	..	১৮
নবজী	.	..	৩
			১০৬

কত ব্যক্তি কতদব ক্ষমতাবান ও ক্রিয়াবান ও দাতা হইয়াছেন তাহার এক খানি তালিকা পবে প্রকাশ হইবে।

* বহুকালাবধি এতদ্দেশে এই প্রবাদ আছে যে, বঙ্গদেশে সেন বংশীয় রাজকুল বৈদ্যজাতীয়, এবং সেই প্রবাদানুসারে ভারত-ইতিহাসলেখক মার্শম্যান সাহেব তাঁহাব ইতিহাস গ্রন্থে বৈদ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয়, বৈদ্যজাতিতে বল্লালসেন নামে কোন নৃপতি ছিলেন, কারণ ঐ জাতিতে সেন নামে একটি উপাধি আছে, তজ্জন্য অনেকে ইহাই অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু এক্ষণে আইন আকবরী গ্রন্থপ্রমাণে সেই পুরাতন সন্দেহেব মুলোচ্ছেদ হইল। জনশ্রুতি আছে, শুকসেন (ইহার অপর একটি নাম বিজয়সেন) শুকপক্ষ্যাকৃতি সিংহাসন নির্ম্মাণ কবাইয়া, তদুপরি আরোহণ কবিতেন, সেই হেতু উপরিউক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। বল্লালসেন (শুক সেনেব পুত্র) গৌড়দেশাধিপতি ছিলেন, গৌড়েব প্রসিদ্ধ দুর্গ নির্ম্মাণ কবেন, এবং সর্ব্বত্র বিখ্যাত কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত করেন। ইহাব পুত্র লক্ষ্মণসেন, নব-

নিম্নলিখিত সংগৃহীত কায়স্থ মহাত্মগণ রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম-প্রতিপালনপূর্ব্বক যশোরাশী লাভ করিয়া মহা কীর্ত্তিমন্ত হইয়া বৈকুণ্ঠবাসী হইয়াছেন; যথা :—

সূর্য্য বংশ।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায়।* যশোহর,

তাঁহার বংশে

রাজা বাণীকণ্ঠ।

,, শ্রীকণ্ঠ।

চন্দ্রবংশ অর্থাৎ সোম বংশ।

মহারাজ রাজবল্লভ।

ঐ বংশে

রাজা মুকুন্দবল্লভ।

,, গৌরবল্লভ।

দেব বংশ।

মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর,

রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর,

রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুর,

রাজা গোপীমোহন বাহাদুর,

রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, K C S I

রাজা প্রসন্ননারায়ন বাহাদুর,†

কর বংশ।

রাজা রামলোচন রায়।

রাজা কাশীনাথ রায়।

রাজা রাজনারায়ণ রায়।

মিত্র বংশ।

রাজা কানাইরাম মিত্র;

(ঢাকার নবাবের দেওয়ান।‡)

রাজা পীতাম্বর,—শুঁড়া।

বসু বংশ।

রাজা সীতানাথ।

রাজা কমললোচন,—খলসিনী।

সিংহ বংশ।

রাজা প্রতাপচন্দ্র,—পাইকপাড়া

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র

দ্বীপাধিপতি ছিলেন। এরূপ কিম্বদন্তি আছে যে, উপরিউক্ত ভূপতিগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, অতএব বৌদ্ধ শব্দের অপভ্রংশে বৈদ্য শব্দ আখ্যাত হইয়াছে।

* ইহার বর্ণনা অন্নদামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে আছে।

† স্বযোগ্যতায়। ‡ এক্ষণে তাঁহার বংশের সন্তানেরা রায় সাহেব বলিয়া বিখ্যাত।

২০শে চৈত্র সোমবারের "সোমপ্রকাশ" হইতে গৃহীত হইয়াছে। বিশেষ বিবরণ গ্রন্থান্তরে প্রকাশিত হইবে।

দিনাজপুর উত্তর-রাঢ়ীয়-কায়স্থ রাজবংশ।

রাজা শুকদেব রায়।

রাজা রামনাথ রায়।

এক্ষণে দিনাজপুরাধিশ্বরী শ্রীমতী শ্যামামোহিনী দেবী। তাঁহার অবিরল-দানবারি-ভারতক্ষেত্রের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া উন্নতির অঙ্কুর উৎপাদন করিতেছে; তাঁহার শুভ্র যশোরাশী সুবিমল গগনে বিকীর্ণ হইয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। বিশেষতঃ মাতৃভূমি বঙ্গদেশের সুখ-সম্পাদনার্থ সমুচিত যত্ন ও দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে অকাতরে বিপুল ধনজাল বিতরণ করিয়া অনাথ দরিদ্রগণেব দারিদ্র-ভঞ্জন, কত শত বিদ্যালয়ের জীবন-দান, বিকট পীড়া হইতে উন্মুক্ত হইবার নিমিত্ত ঔষধালয় স্থাপন প্রভৃতি, বহুবিধ শুভকর্ম্ম সাধন করিতেছেন। জগৎপিতা জগদীশ্বরের সন্নিধানে আন্তরিক প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন চিরজীবন সুখে অতিবাহিত করুন এবং তাঁহার এই অক্ষয় কীর্ত্তিপতাকা ইহলোক এবং পরলোকে উড্ডীয়মান থাকুক।

এক্ষণে ভারতের বা বঙ্গের ইতিহাসলেখক মহাশয়েরা বল্লালসেনের পিতার নাম এবং যে জাতীয়, তাহাও অবগত হইলেন, এবং কিয়দ্দিবস অতীত হইল, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় কতকগুলি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বল্লালসেন "কায়স্থ" প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অতঃপর ইতিহাসলেখক দিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা ভ্রমপূর্ণ বিবরণ তুলিয়া দিয়া এই দুই প্রধান প্রমাণ নিজ নিজ গ্রন্থে প্রবেশিত করেন।

আদি বিবরণ।

এতদ্দেশীয় কায়স্থমহাশয়েরা শূদ্রবৎ আচার ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, এবং ভ্রমেও মনে করেন না, যে আমাদিগের কতদূর পর্য্যন্ত কর্ম্মকাণ্ডে অধিকার আছে। অনুমান করি, শতাবধি দেড়শত বৎসর বা দুইশত বর্ষ মধ্যে নবাবসরকারে ও ইংরাজবাহাদুরের প্রথম অধিকার সময়ে যে যে কায়স্থ লক্ষ্মীমন্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বংশ ঘটক-কুলিন দ্বারা মান্য হইয়াছিল, অর্থাৎ কেহ গোষ্ঠীপতি, কেহ বা নবরঙ্গকুল করিয়াছিলেন, এবং বহুল অর্থ-ব্যয়-সাধনপূর্ব্বক দেব-প্রতিষ্ঠা, মন্দির - প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন, দোল, দুর্গোৎসব, অতিথিসেবা ইত্যাদি, সর্ব্বজন শুভকর কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তাঁহারা বৈষয়িক বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, সংস্কৃত ভাষায় তাদৃশ ব্যুৎপন্ন বা বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না, তাহাতেই স্বজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল স্বয়ং সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই; এবং স্বজাতির উৎপত্তি-বিবরণ সকলে জ্ঞাত ছিলেন না। তাহার প্রমাণ এই, প্রায় ৪৩।৪৪ বৎসর হইল, আনুমানিক ইংরাজি ১৮২৮।২৯ সালে বারাণসী হইতে শ্রীবর মিশ্র নামক এক ব্যক্তি "সমাচার চন্দ্রিকাতে" লেখেন যে, "কায়স্থ জাতি কাহার সন্তান? ইহারা শূদ্র কি না?

ইহার উৎপত্তি কোথায় ? অশৌচ কয় দিবস ?” ইত্যাদি লিখিবে, তাহাতে চন্দ্রিকা উত্তর দিতে অসমর্থ হওয়ায়, “সংবাদ বঙ্গদূত ” কায়স্থ জানিয়া মিশ্র মহাশয়ের প্রশ্ন সেন বাবুব প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তিনি কায়স্থ, মিশ্রের প্রশ্নেব উত্তর প্রদানে বাধ্য হইয়া, অনেকানেক বিজ্ঞবরের সন্নিধানে অনুসন্ধানপূর্ব্বক পরিশেষে সিমলানিবাসি ৺ তারিণীচরণ মিত্র মহাশয়ের নিকট একপ্রকার উত্তর পাইলেন। তিনি এই পর্য্যন্ত বলিলেন,“ কায়স্থবর্ণা নভবন্তি শূদ্রাঃ, ” ইহারা চিত্রগুপ্ত বংশজাত, ইহাদিগের অশৌচ দেশ বিদেশে ১০।১২ দিন, ১৫।৩০ দিন কদাচ নহে, কেবল এই কার্য্য গতিকে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং আদি ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় ও ঊরু হইতে বৈশ্য, পাদ হইতে শূদ্র, সেই শূদ্র তপস্যা করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে, সেই দেহ হইতে কতকগুলি জীব জন্মিল, তাহারা শূদ্রকায়স্থ বলিয়া নীচ কর্ম্ম করে। পূর্ব্বরাজ্যে অদ্যাপি তাহাদিগের বংশ আছে। সেই পর্য্যন্ত মিত্রজ মহাশয়ের উপদেশে কেহ কেহ জানিতে পারিলেন, কায়স্থ শূদ্র নহে, মিশ্র মহাশয় তাহাতেই ক্ষান্ত হইলেন। পরে ১৭৬৩ শকে বৈকুণ্ঠবাসী জগন্নাথ বসু মল্লিক মহাশয় এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ “কায়স্থ হিতার্ণব” প্রকাশ করেন; তাহাতেই কায়স্থগণের চক্ষুরুন্মীলন হইতে লাগিল। তাহার তিনবর্ষ পরে শকাব্দা ১৭৬৬ সালে মহাত্মা রাজনারায়ণ মিত্র মহোদয় “কায়স্থ কৌস্তুভ” প্রকাশ করি-

লেন। পরে দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইলে আন্দুলাধিপতি কায়স্থ কুলপ্রদীপ রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর পরম হৃষ্টচিত্তে দেবর্ষিসম-ব্রাহ্মণপণ্ডিতবর্গের ব্যবস্থায় কায়স্থ "ক্ষত্রিয়" প্রতিপন্ন করিয়া তৃতীয় সংখ্যায় প্রচার করাইলেন; এবং শূদ্র কর্ম্ম পরিবর্জনপূর্ব্বক শাস্ত্রানুমর্ত্ত-ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। কিন্তু কলিকাতাবাসী ধনবান এবং মাননীয় ব্যক্তিনিচয় আন্দুলাধিপতির প্রতি ঈর্ষাবশতঃ সেই মত পোষকতা করিলেন না। তাহার অল্পাদিন পরেই অস্মৎ-সাধারণ কায়স্থমণ্ডলীর দুরদৃষ্ট বশতঃ মিত্র মহাশয় ও বসু মল্লিক বাবু এবং রাজা বাহাদুর এই তিন জনে ক্রমে ক্রমে কালের করাল কবলে কবলিত হইয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেন। যদিও কায়স্থকুলের উদ্ধার-উপায় অঙ্কুরিত হইতেছিল, কিন্তু উক্ত মহাত্মাত্রয়ের অকাল-মরণ-তপন-প্রভাবে ঐ অঙ্কুর একেবারে শুষ্কতা প্রাপ্ত হইল। এক্ষণে দয়াকুল বশতঃ সেই অঙ্কুরের পুনঃ সজীবতা সম্পাদনের উপায় হইতেছে। শ্রীমদ্ রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রযত্নে এবং কুমারটুলি-নিবাসী শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্র মহোদয় স্বয়ং বহুল পুরাণ, তন্ত্র ও শব্দকল্পাদ্রুম প্রভৃতি হইতে যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া কায়স্থ-কৌস্তুভের মতকে প্রবল করিয়া পূর্ব্ব প্রাচীন পণ্ডিত-মণ্ডলীর ব্যবস্থা সহিত "কায়স্থ-দর্পণ" নামক এক বৃহৎ-গ্রন্থ প্রচার করিতে মানস করিয়াছেন; তাহার সাহায্যার্থ রাজা

রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর ও রায় মোহনলাল মিত্র মহাশয় এবং অন্যান্য মহাত্মা কয়েক জনে সবিশেষ আনুকূল্য করিবেন। সেই কায়স্থ-দর্পণারুণ প্রভাবে সমস্ত কায়স্থবর্গের অজ্ঞান-কুসংস্কারাচ্ছন্ন হৃদয়ে জ্ঞান-জ্যোতিরুদিত হইবে।